গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গণনাকারীদের

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

আদমশুমারী -২০০১

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিসংখ্যান বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
ই-২৭, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

গণনাকারীদের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
উপক্রমণিকা	১
প্রথম অধ্যায় ঃ শুমারীর সাধারণ নিয়মাবলী	২
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ সংজ্ঞা সমূহ	৪
তৃতীয় অধ্যায় ঃ প্রশ্নপত্র পূরণ পদ্ধতি ঃ- (ক) খানা মডিউল	৭
(খ) ব্যক্তিগত মডিউল বিষয়ক	১১
চতুর্থ অধ্যায় ঃ টালিশিট পূরণ পদ্ধতি	১৫
পরিশিষ্ট-কঃ স্মরণীয় ঘটনা	১৬
পরিশিষ্ট-খঃ বাংলা মাস হতে ইংরেজী মাসে রুপান্তর	১৭
পরিশিষ্ট-গঃ গণনা এলাকা ম্যাপ	১৮

আসসালামু আলাইকুম,

আপনাদের সবাইকে এ প্রশিক্ষন ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি। এখন আমি আপনাদের হাজিরা নেব (হাজিরা নিন) ।

উপক্রমনিকা

আদমশুমারী সম্পর্কে আশা করি আপনারা সকলেই অবগত আছেন । সার্বভৌম বাংলাদেশ ভূখন্ডে আদমশুমারী প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৪ সালে । এ শুমারী অনুষ্ঠানের কথা ছিল ১৯৭১ সালে । মুক্তিযুদ্ধের কারনে ১৯৭১ সালে আদমশুমারী অনুষ্ঠিত হতে পারেনি । দ্বিতীয় এবং তৃতীয় আদমশুমারী অনুষ্ঠিত হয়েছে যথাক্রমে ১৯৮১ ও ১৯৯১ সালে । ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ২০০১ সালে ২৩,২৪,২৫,২৬ এবং ২৭শে জানুয়ারী বাংলা ১০,১১,১২,১৩ এবং ১৪ই মাঘ ১৪০৭ সাল রোজ মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি , শুক্র এবং শনিবার এই ৫ দিন দেশে চতুর্থ আদমশুমারী অনুষ্ঠিত হবে । আদমশুমারীর মাধ্যমে দেশের প্রতিটি নাগরিককেই গণনা করা হবে এবং তাঁদের মৌলিক তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এ শুমারীর জন্য একটি 'ওএমআর/ওসিআর' প্রশ্নপত্র তৈরী করা হয়েছে (প্রশ্ন পত্রটি দেখান) । এ প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে কিভাবে শুমারী করব এবং তথ্য সংগ্রহ করব তার উপর এখন বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ।

এ প্রশ্নপত্রটি দুটি অংশে বিভক্ত । প্রথম অংশ খানা মডিউলে খানা সম্পর্কিত ১৬টি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হবে । দ্বিতীয় অংশ ব্যক্তি মডিউলে ব্যক্তি সংক্রান্ত মোট ১২টি বিষয়ের উপর তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

প্রথম অধ্যায়

শুমারীর সাধারণ নিয়মাবলী

১ ঃ **প্রশিক্ষন সূচী** - শুমারীর প্রশিক্ষণ দু-দিনব্যাপী হবে । আজ ভারবাটিম প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা পড়ে আপনাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে এবং দিনের শেষে আপনার নিজ খানার তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য একটি প্রশ্নপত্র দেয়া হবে । *এটি পূরন করে আগামী কাল প্রশিক্ষণ ক্লাসে নিয়ে আসবেন । দ্বিতীয় দিন এ পূরণকৃত প্রশ্নপত্রের উপর* পর্যালোচনা এবং গণনাকারী ও উত্তরদাতার সাক্ষাৎকারের মহড়া অনুষ্ঠিত হবে । অতঃপর আপনাদেরকে আরও ৩টি খানার তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে মাঠে নিয়ে যাওয়া হবে । এ প্রশিক্ষণ শেষে শুমারী প্যাকেট ও অন্যান্য মালপত্র বিতরণ করা হবে ।

২ ঃ **ভাসমান লোক গণনা** - *গণনা শুরুর আগের দিন বিকেলের মধ্যেই যে সব জায়গাতে ভাসমান লোক থাকে* সেই সব জায়গাগুলি চিহ্নিত করতে হবে এবং ভাসমান লোক গণনা করার জন্য কর্মপন্থা ও যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহন করতে হবে এবং ২২ তারিখ রাত ১২টা হতে ভোর ৫টার মধ্যে সে জায়গাগুলোতে গিয়ে ভাসমান লোক গণনা সম্পন্ন করতে হবে । *রেলষ্টেশন, বাজার, লঞ্চঘাট, ষ্টেডিয়াম, মাজার, রাস্তা, সিঁড়ির নীচ ইত্যাদি স্থানে অবস্থানরত* ভাসমান লোকজন গণনায় অন্তর্ভুক্ত হবেন । যথাযথভাবে নিজ নিজ গণনা এলাকা সঠিকভাবে চিহ্নিত করে গণনা নিশ্চিত করার জন্য আপনাদের আপনার গণনা এলাকার একটা ম্যাপও সরবরাহ করা হয়েছে (নমুনা দেখান) শুমারীতে কোন খানা বা ব্যক্তিকে গণনা থেকে বাদ দেয়া যাবে না । তেমনি কোন খানা বা ব্যক্তিকে দু'বার গণনা করা যাবে না ।

৩ ঃ **ম্যাপ ব্যবহার** - ম্যাপের সাহায্যে গণনা করতে হবে । আপনার গণনা এলাকার উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে *গণনা শুরু করে সর্পাকার পদ্ধতিতে হাতের ডান দিকে ঘুরে ঘুরে গণনার কাজ শেষ করতে হবে । অতএব, ম্যাপের* উত্তর পশ্চিম কোণের প্রথম খানাটির ক্রমিক নং হবে ০০১ এবং এই নম্বরটি খানার প্রধান গৃহের দরজায় সরবরাহকৃত চক দিয়ে লিখতে হবে । অতঃপর দ্বিতীয় খানার ক্রমিক নং হবে ০০২ এবং তা খানার প্রধান গৃহের দরজায় লিখতে হবে। এভাবে অন্যান্য সব খানার নম্বর দিয়ে গণনা কাজ সম্পন্ন করতে হবে ।

৪ ঃ **পেন্সিল ও প্রশ্নপত্র পূরণ** - কেবলমাত্র সরবরাহকৃত 2B পেন্সিল দিয়ে প্রশ্নপত্র পূরণ করতে হবে । কোন অবস্থাতেই প্রশ্নপত্র ছিদ্র, ময়লা, ভাঁজ, ছেঁড়া অথবা ভিজানো যাবে না । প্রশ্নপত্রে অধিকাংশ প্রশ্নের একাধিক উত্তর দেয়া আছে *(প্রশ্নপত্র দেখান) । প্রত্যেকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর বাছাই করে প্রযোজ্য ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করতে হবে।* পূরণ করার সময় অবশ্যই সরবরাহকৃত 2B পেন্সিল ব্যবহার করবেন । লক্ষ্য রাখবেন যেন কোন অবস্থাতেই পেন্সিলের দাগ প্রযোজ্য ডিম্বাকৃতি ঘরের বাইরে না যায় এবং ঘরটি ছিদ্র না হয় । *(ডিম্বাকৃতি ঘর কিভাবে পূরণ করতে হবে তা দেখিয়ে দিন) ।*

৫ ঃ **প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার নিয়ম -** বিনয়ের সাথে খানা প্রধান অথবা খানার কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তির নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করে প্রশ্নপত্র পূরণ করবেন । উত্তরদাতা পুরুষ বা মহিলা হতে পারেন, তিনি বৃদ্ধ অথবা যুবকও হতে পারেন।

৬ ঃ **বিশেষ ব্যবস্থা** - গভীর সমুদ্রে মাছ ধরারত এবং গহীন বনে মধু, কাঠ ও বাঁশ সংগ্রহে জড়িত লোকদের বিশেষ ব্যবস্থায় গননা করতে হবে ।

৭ ঃ **প্রশ্নপত্রের বই** - শুমারীতে দু'ধরনের বই ব্যবহার করা হবে । একশত পাতার মোটা বই দিয়ে গণনা শুরু করতে হবে । গণনা করতে করতে বইটি শেষ হয়ে গেলে সুপারভাইজারের নিকট হতে একটা চল্লিশ পাতার বই সংগ্রহ করে অবশিষ্ট খানাগুলোর গণনা সম্পন্ন করতে হবে ।

৮ ঃ **গণনা পদ্ধতি** - বাস্তব অবস্থান (ডি-ফেক্টো) পদ্ধতি অনুসরণ করে শুমারী রাতে অর্থাৎ ২২ তারিখ দিবাগত রাতে যে যেখানে অবস্থান করছিলেন তাকে সেখানে গণনা করতে হবে । আপনার গ্রাম/মহল্লার কোথায় কি আছে তা নিশ্চয়ই আপনি ভালভাবে জানেন । আপনার জন্য নির্ধারিত গণনা এলাকার সব খানা শুধু একবার গণনা করতে হবে । গণনা এলাকার উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত খানা হতে শুরু করে প্রতিটি ঘরে ঘরে যেয়ে ২৩,২৪,২৫,২৬ ও ২৭শে জানুয়ারী আপনার গণনা এলাকার সকল খানা ও খানার সদস্যকে গণনা করবেন ।

৯ ঃ **গণনার শেষ দিন** - গণনার শেষ দিন ২৭শে জানুয়ারী তারিখে পুংখানুপুংখরূপে খোঁজ করে নিশ্চিত হতে হবে যাতে কোন খানা অথবা কোন ব্যক্তি গণনা থেকে বাদ না পড়ে অথবা কেউ দু-বার গণনার অন্তর্ভূক্ত না হয় ।

১০ ঃ **আলোচনা পর্ব ঃ**

শুমারীর সাধারণ নিয়মাবলীর উপর ভারবাটিম প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হলো । আমি সঠিকভাবে এ অধ্যায়টি আপনাদেরকে বোঝাতে পেরেছি কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য এখন আপনাদেরকে কয়েকটা প্রশ্ন করব। (কাউকে উদ্দেশ্য করে) আপনি বলুনঃ

(ক) কয় দিনে গণনা কাজ শেষ করবেন ?
(খ) গণনা কোথা থেকে শুরু করবেন এবং কিভাবে শেষ করবেন ?
(গ) ভাসমান লোক কোথায় কোথায় থাকতে পারে ? তাদের কখন গুনতে হবে ?
(ঘ) চক দিয়ে খানার ক্রমিক নং কত অংকে এবং কোথায় দিতে হবে ?

এ অধ্যায়ের উপর আপনাদের জানার কিছু থাকলে অথবা কোন বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকলে প্রশ্ন করতে পারেন ।

দ্বিতীয় অধ্যায়
সংজ্ঞা সমূহ

১। **শুমারীমুহূর্ত ঃ** শুমারী রাতের ১২.০০ টাকে অর্থাৎ শূন্য ঘন্টাকে শুমারী মূহুর্ত বলে । আগামী ২২শে জানুয়ারী তারিখ রাত ১২:০০ টাকে শুমারী মূহূর্ত হিসেবে গন্য করতে হবে ।

২। **শুমারী রাত ঃ** শুমারী মূহূর্ত অর্থাৎ রাত ১২.০০টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত সময়কে শুমারী রাত বলা হয়। আগামী ২২শে জানুয়ারী রাত ১২.০০টা থেকে ভোর ৫.০০টা পর্যন্ত সময় শুমারী রাত হিসেবে গন্য করতে হবে । শুমারী রাতে সকল ভাসমান লোক গণনা করতে হবে ।

৩। **প্রসঙ্গ কাল (Reference Period) ঃ** কোন তথ্য সংগ্রহের জন্য যে নির্দিষ্ট কাল বা সময় ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাকে প্রসঙ্গ কাল বলে । শুমারী তথ্য সংগ্রহ করার জন্য নির্দিষ্ট প্রসঙ্গ কাল আছে । এ শুমারীতে নিম্নের ৩টি প্রসঙ্গ কাল ব্যবহার করা হবে ঃ

বিষয়	প্রসঙ্গ কাল
খানার আয়ের প্রধান উৎসের জন্য	গত ১ বৎসর
প্রধান কাজের ক্ষেত্র	গত ১ সপ্তাহ
অন্যান্য সকল প্রশ্নের জন্য	শুমারী মুহূর্ত

৪। **শুমারী কাল ঃ** লোক গণনার জন্য যে দিনগুলো নির্ধারণ করা হয়, তাদেরকে শুমারী কাল বলা হয় ।এ শুমারীর জন্য ২৩ থেকে ২৭শে জানুয়ারী, ২০০১ রোজ মঙ্গলবার থেকে শনিবার পর্যন্ত সময়কে শুমারী কাল হিসেবে গণ্য করা হবে ।

৫। **বাস্তব অবস্থান (ডি-ফেক্টো) পদ্ধতি ঃ** শুমারী রাতে যে যেখানে থাকেন তাঁকে সেখানে গণনাভূক্ত করাকে বাস্তব অবস্থান (ডি-ফেক্টো) পদ্ধতি বলে । এ পদ্ধতি অনুযায়ী শুমারী রাতে যারা একই খানায় রাত যাপন করেছেন এবং একই পাকে খেয়েছেন তাদের সবাইকে খানার সদস্য হিসেবে গণনা করতে হবে । খানার কোন স্থায়ী সদস্য যদি শুমারী রাতে খানায় উপস্থিত না থাকেন তবে তিনি যে খানায় শুমারী রাতে ছিলেন তিনি সে খানায় গণনাভূক্ত হবেন । যদি কোন ব্যক্তি শুমারী মূহূর্তের আগে মৃত্যু বরণ করে অথবা শুমারী মূহূর্তের পরে যদি কোন শিশুর জন্ম হয় তাহলে তাদেরকে শুমারীতে অন্তর্ভূক্ত করা যাবে না ।

৬। **ভাসমান ঃ** যাঁরা শুমারী রাতে রেল ষ্টেশন, বাস ষ্টেশন, মাজার, মসজিদ, নৌকা ঘাট, লঞ্চ ঘাট, টার্মিনাল, হাটবাজার, সিঁড়ির নীচে, ফুটপাথ, খোলা জায়গা প্রভৃতি স্থানে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে রাত যাপন করেছেন তাদেরকে ভাসমান বলে গণ্য করা হবে । ভাসমান লোকদের শুমারী রাতেই গণনা করতে হবে ।

৭। **খানা ঃ** সাধারনতঃ এক বা একাধিক ব্যক্তি বা একটি পরিবার একটি বাড়ীতে বা গৃহে অবস্থান করেন এবং একই পাকে খাবার খান তাদের সবাইকে মিলিতভাবে একটি খানা বলে । এক বা একাধিক ব্যক্তি যাঁরা শুমারী রাতে এক পাকে খেয়েছেন এবং একই বাড়ীতে রাত যাপন করেছেন তাদেরকে একটি খানা হিসেবে গণ্য করতে হবে। তবে যেখানেই আহার করুন না কেন ঐ ব্যক্তি শুমারীর রাতে যে খানায় ছিলেন গণনার উদ্দেশ্যে তাঁকে সে খানার সদস্য হিসেবে গণ্য করতে হবে । একই বাড়ীতে/গৃহে এক বা একাধিক খানা থাকতে পারে । এ সকল প্রতিটি খানা আলাদাভাবে গণনা করতে হবে । খানাকে নীচের ৩টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে ঃ

(ক) **সাধারণ খানা ঃ** যে সব খানা কেবলমাত্র বসবাস ও আহারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেগুলোকে সাধারণ খানা হিসেবে গণ্য করতে হবে ।

(খ) **প্রাতিষ্ঠানিক খানা ঃ** হোষ্টেল, হাসপাতাল, ক্লিনিক, জেলখানা, ব্যারাক, এতিমখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক খানা হিসেবে গণ্য করা হবে । যে সব লোক শুমারী রাতে এ সব স্থানে বসবাস করেছেন তাঁদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক খানার সদস্য হিসেবে গণনার অন্তর্ভূক্ত করতে হবে ।

শুমারী রাতে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত যে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে তাঁর কোয়ার্টারে (যদি থাকে)সাধারণ খানার সদস্য হিসেবে গুণতে হবে । তেমনি হোষ্টেলের সুপারকে তাঁর কোয়ার্টারে (যদি থাকে), জেলখানার

কর্মচারীদের তাঁদের কোয়ার্টারে সাধারণ খানার সদস্য হিসেবে গুণতে হবে। কিন্তু হোষ্টেলের ছাত্র/ছাত্রী/নার্স, জেলের কয়েদী, হাসপাতালের রোগী এমন সবাইকে প্রাতিষ্ঠানিক খানার সদস্য হিসেবে গণনা করতে হবে।

(গ) **অন্যান্য খানা ঃ** সাধারণ ও প্রাতিষ্ঠানিক খানা ছাড়া বাকী সবই অন্যান্য খানা। অফিস-আদালত, আবাসিক হোটেল এবং ধর্মীয়, শিক্ষা, ব্যবসা-শিল্প ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে রাত যাপনকারী ও মেসের অধিবাসীরা এ প্রকার খানার সদস্য হিসেবে গণনার অন্তর্ভূক্ত হবেন।

৮। *বস্তি খানা (প্রশ্ন-৫)ঃ পৌর এলাকায় সরকারী জমি, খাস জমি, রেল লাইনের ধারে, রাস্তার পাশে, বাঁধের পাশে,* অথবা বেসরকারী জায়গায় অপরিকল্পিত ভাবে সাধারনতঃ অতি নিম্নমানের ঘর যথাঃ ঝুপড়ি, টং, ছই, টিন সেড, আধাপাকা নড়বড়ে অবকাঠামো, জরাজীর্ন দালান ইত্যাদি এবং সাধারণতঃ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গড়ে উঠা পাঁচ অথবা ততোধিক খানার সমষ্টিকে বস্তি হিসাবে গণ্য করতে হবে এবং এ বস্তিতে বসবাসকারী খানাগুলোকে বস্তি খানা হিসাবে গণ্য করতে হবে।

৯। **উপজাতীয় খানা** (প্রশ্ন-৬)ঃ রাঙ্গামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি পাবর্ত্য জেলা গুলোতে স্থানীয় সরকার *পরিষদ আইন, ১৯৮৯ অনুযায়ী স্থায়ীভাবে বসবাসরত চাকমা, মারমা, খুমী, উচাই, চাক, তনচৈংগা, লুসাই, পাংখু ও* খিয়াং গোত্রভুক্ত লোকজন উপজাতীয় হিসেবে পরিচিত। তারা মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভুত। দেশের অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসরত আদিবাসীগণকে উপজাতি হিসাবে গণ্য করা যাবে না।

১০। **গৃহ ঃ** একটি ছাদের বা চালের নিচে যে গৃহ বা কামরাসমূহ থাকে তাকে গৃহ বলে গণ্য করতে হবে। একটি গৃহ এক কামরা বিশিষ্ট হতে পারে আবার একাধিক কামরা বিশিষ্টও হতে পারে। গৃহ এক তলা বিশিষ্ট হতে পারে আবার একাধিক তলা বিশিষ্টও হতে পারে।

১১। **কাকে কোথায় গুনতে হবে যাচাই করুন ঃ-**

(ক) শুমারী রাতে একজন ছাত্র তার নিজের খানাতে না থেকে হোষ্টেলে থাকলে তাকে হোষ্টেলে গুণতে হবে,নিজের খানায় নয় (প্রাতিষ্ঠানিক খানা)।

(খ) একজন জেল কয়েদীকে শুমারী রাতে জেলখানায় গুনতে হবে, তার নিজের খানাতে নয় (প্রাতিষ্ঠানিক খানা)।

(গ) *একজন বিবাহিতা কন্যা তার সন্তানদেরকে নিয়ে শুমারী রাতে পিতার খানাতে থাকলে তাকে ও তার সন্তানদেরকে কন্যার পিতার (সন্তানের নানার) খানায় গুণতে হবে,স্বামীর খানায় নয় (সাধারণ খানা)।*

(ঘ) একজন নববধু পিতার বাড়ী থেকে শুমারী রাতে শ্বশুর বাড়ী প্রত্যাবর্তন করলে তাকে শ্বশুরের খানায় গুনতে হবে, নববধুর পিতার খানায় নয়। অনুরুপভাবে বর পিতার বাড়ী থেকে শ্বশুর বাড়ী বেড়াতে গিয়ে রাত যাপন করলে তাকে শ্বশুরের খানাতে গণনা করতে হবে, নিজ বা পিতার খানায় নয় (সাধারণ খানা)।

(ঙ) একজন রোগী শুমারী রাতে হাসপাতালে থাকলে তাকে হাসপাতালে গুণতে হবে, তার নিজের খানায় নয় (প্রাতিষ্ঠানিক খানা)। ডাক্তার বা নার্স হাসপাতালের কাজে শুমারী রাতে হাসপাতালে থাকলে তাদেরকে হাসপাতালে গণনা করা যাবে না। তাদেরকে নিজস্ব খানায় গুণতে হবে (সাধারণ খানা)।

(চ) *শুমারী রাতে যারা অস্থায়ীভাবে আবাসিক হোটেলে ছিলেন,* তাদেরকে হোটেলেই গুণতে হবে। হোটেলের যে সমস্ত কর্মচারী হোটেলে কাজ করেন এবং হোটেলেই থাকেন তাদেরকে হোটেলেই গুণতে হবে (অন্যান্য খানা)।

(ছ) একজন লোক যদি শহরে কাজ করেন ও শহরেই মেসে থাকেন কিন্তু তার পরিবার গ্রামে থাকেন তাহলে তাকে শহরের মেসে গণনা করতে হবে, গ্রামে নয় (অন্যান্য খানা)। তার পরিবারকে গ্রামে গণনা করতে হবে (সাধারণ খানা)।

(জ) কোন লোক যদি চাকুরী উপলক্ষে দেশের বাইরে অস্থায়ীভাবে অবস্থান করেন এবং শুমারী রাতে দেশে না থাকেন তাহলে তাকে গণনা করবেন না।

(ঋ) একজন ছিন্নমূল ভিক্ষুক বা ভবঘুরেকে শুমারী রাতে গণনা এলাকায় পাওয়া গেলে তাকে ভাসমান হিসেবে গণনা করতে হবে (ভাসমান)

(ঞ) শুমারী রাতে যে সব চৌকিদার/গার্ড সরকারী বা বেসরকারী বিল্ডিং এ পাহারা দেন এবং সেখানে খাওয়া-দাওয়া করেন তাদেরকে ঐ বিল্ডিং এর বাসিন্দা হিসেবে গণনা করতে হবে (অন্যান্য খানা) । কিন্তু যদি সে সমস্ত চৌকিদার ও গার্ড কর্তব্য শেষে দিনের বেলায় নিজ খানায় ফিরে আসেন তাদেরকে নিজস্ব খানায় গুণতে হবে (সাধারন খানা) ।

আলোচনা

আশা করি দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পর্কে আপনারা সঠিক ধারণা পেয়েছেন । এখন তা জানার জন্য আমি কয়েকজনকে প্রশ্ন করব (কাউকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করুন) আপনি বলুন ঃ

(ক) শুমারী মূহূর্ত ও শুমারী রাত এর মধ্যে পার্থক্য কি ?

(খ) এ শুমারীতে কয় প্রকার প্রসঙ্গ কাল (Reference Period)ব্যবহার করতে হবে ?

(গ) বাস্তব অবস্থা (ডি-ফেক্টো) পদ্ধতি বলতে কি বুঝায় ?

(ঘ) খানা কয় প্রকার এবং কি কি ?

(ঙ) উপজাতীয় খানা এবং আদীবাসী খানার মধ্যে পার্থক্য কি ?

দ্বিতীয় অধ্যায়ের উপর আলোচনা এখানেই শেষ হলো । এই অধ্যায়ের উপর কারো কিছু জানার থাকলে এখন জিজ্ঞাসা করতে পারেন । (প্রশ্নের উত্তর সহজ ও সরল ভাষায় বুঝিয়ে দিন । উল্লিখিত বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত সার এবার আলোচনা করুন)।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রশ্নপত্র পূরণ পদ্ধতি

(ক) খানা মডিউল

আপনার গণনা এলাকার উত্তর-পশ্চিম কোণ হতে গণনাকাজ শুরু করুন । অতঃপর সর্পাকার পদ্ধতিতে হাতের ডান দিকে ঘুরে ঘুরে গণনা এলাকার সব খানা গণনা করুন। বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবেন যাতে কোন খানা গণনা থেকে বাদ না পড়ে আবার কোন খানা দু'বার গণনাভুক্ত না হয় ।

প্রশ্ন -১ ঃ ইহা পূর্ববর্তী খানার অংশ কি ? একটি প্রশ্নপত্রে সর্বাধিক ১০ জনের তথ্য সংগ্রহ করার ব্যবস্থা রয়েছে । সুতরাং কোন খানার সদস্য সংখ্যা ১০ এর অধিক হলে ১০ জনের তথ্য সংগ্রহের পর দ্বিতীয় প্রশ্নপত্রে "পূর্ববর্তী খানার অংশ কি ?" বরাবর "হ্যাঁ" ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করুন এবং এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রশ্নপত্রের প্রথম অংশের বাকী প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা না করে সরাসরি ২য় অংশের ব্যক্তি মডিউলে ব্যক্তিগত তথ্যাবলী প্রশ্ন ১৭ হতে ২৮ পর্যন্ত সংগ্রহ করুন ।

প্রশ্ন -২ ঃ খানার ঠিকানা - এ জায়গায় খানার সংক্ষিপ্ত ঠিকানা লিখুন । ঠিকানায় প্রথম লাইনে বাড়ীর নাম/নম্বর এবং ২য় লাইনে রাস্তার নাম ও পরে মৌজা/গ্রাম/মহল্লার নাম লিখুন । ভাসমান লোকের জন্য শুধু স্থানের নাম লিখুন । যেমনঃ কমলাপুর রেলওয়ে ষ্টেশন, হাইকোর্ট মাজার, সদরঘাট টার্মিনাল, গাবতলী বাস টার্মিনাল এবং সুগন্ধি সিনেমা হলের আশে পাশে ইত্যাদি ।

প্রশ্ন - ৩ ঃ খানার ক্রমিক নম্বর - আপনার গণনা এলাকার সকল খানা সনাক্ত করার জন্য প্রত্যেক খানায় একটি তিন অংক বিশিষ্ট ক্রমিক নম্বর দিন । গণনা এলাকার উত্তর-পশ্চিম কোণের খানাটির জন্য তিন অংক বিশিষ্ট '০০১'ক্রমিক নম্বরটি খানার ক্রমিক নং বরাবর খালি জায়গায় লিখুন । অতঃপর খানা মালিকের গৃহের সদর দরজায় এ ক্রমিক নম্বরটি সরবরাহকৃত চক দিয়ে লিখুন । পরে গণনা এলাকায় হাতের ডানে পর পর সর্পাকার পদ্ধতিতে ঘুরে ঘুরে খানাগুলোকে পর পর '০০২' '০০৩' ইত্যাদি ক্রমিক নম্বর দিন এবং নীচের সংশ্লিষ্ট ডিম্বাকৃতি ঘরে উপরের লাইনে শতক, মাঝের লাইনে দশক এবং নীচের লাইনে একক এর সরবরাহকৃত পেন্সিল দিয়ে পূরণ করুন।

যেমন : খানা নং '০১২' এর জন্য নিম্নরূপভাবে ঘর পূরণ করুন ।

খানার ক্রমিক নং	০	১	২	
●	১	২	৩	৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯
০	●	২	৩	৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯
০	১	●	৩	৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

কোন দালানে বা বাড়ীতে একাধিক খানা থাকলে বাড়ীটির বা দালানটির সদর দরজায় চক দিয়ে খানার ক্রমিক নম্বরগুলি পুঞ্জ সংখ্যায় লিখতে হবে । উদাহরণস্বরূপ, কোন দালানে ক্রমিক নং ০৪৫ হতে শুরু করে ০৪৯ পর্যন্ত মোট ৫টি খানা থাকলে সদর দরজায় ০৪৫-০৪৯ লিখুন ।

প্রশ্ন-৪ ঃ ভাসমান ? আপনার গণনা এলাকায় ভাসমান লোক থাকলে ২২ তারিখ রাত ১২টা হতে শুরু করে ভোর ৫টার মধ্যে তাদের সবাইকে গুণে ফেলুন । ভাসমান লোক গণনার জন্য ঠিকানার নিচে "ইহা কি ভাসমান" বরাবর (হ্যাঁ) ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করুন । ঠিকানা বরাবর খালি জায়গায় উক্ত স্থানের নাম লিখুন । ভাসমান লোকদের জন্য প্রশ্নপত্রের প্রথম অংশের অন্য কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করে সরাসরি দ্বিতীয় অংশে প্রশ্ন-১৭-তে চলে আসুন এবং ব্যক্তি মডিউলের তথ্য সংগ্রহ করুন ।

প্রশ্ন -৫ ঃ **ইহা কি বস্তি খানা ?** খানাটি বস্তিতে বসবাসকারী খানা হলে (হ্যাঁ) ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করুন। আর তা না হলে এ ঘর পূরণ করার দরকার নাই ।

প্রশ্ন -৬ ঃ **ইহা কি উপজাতীয় খানা ?** প্রশ্ন করুন, ইহা কি উপজাতীয় খানা ? উত্তর হ্যাঁ হলে (হ্যাঁ) ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করুন । উত্তর না হলে এ ঘরটি পূরণ করবেন না ।

প্রশ্ন -৭ ঃ খানার প্রকার - এ প্রশ্নটি উত্তরদাতাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা না করে নিজে দেখে সঠিক উত্তরটির জন্য *প্রযোজ্য ঘর পূরণ করুন । খানাটি প্রধানতঃ বাসগৃহ হিসেবে ব্যবহৃত হলে "সাধারণ খানা" হিসেবে গণ্য করুন এবং* (১) ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করুন । জেলখানা, হোস্টেল, এতিমখানা, ব্যারাক, ক্লিনিক ও হাসপাতাল হলে 'প্রাতিষ্ঠানিক খানা' হিসেবে গণ্য করুন এবং (২) ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করুন । অন্যথায় "অন্যান্য খানার জন্য (৩) ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করুন।

প্রশ্ন - ৮ ঃ **গৃহের সংখ্যা** - কোন খানা এক বা একাধিক গৃহে/দালানে বসবাস করতে পারে । আবার এক বা একাধিক খানা একটি গৃহে বা দালানে বসবাস করতে পারে । সুতরাং খানাটি কয়টি গৃহ বা দালানে বসবাস করে তা স্বচক্ষে দেখে তার সংখ্যা এই ঘরে লিপিবদ্ধ করুন । যদি কোন খানা একটি গৃহের বা বহুতল দালানের কক্ষে বা কক্ষ সমূহে বসবাস করে তবে (০) ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করুন । মনে রাখবেন একই গৃহে বা দালানে একাধিক খানা বসবাস করলে *সর্বশেষ খানাটির বেলায়* (৯) ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করতে হবে এবং বাকী খানার বেলায় (০) ডিম্বাকৃতি ঘরটি পূরণ করুন । উদাহরণস্বরূপ ঃ কোন গৃহে বা দালানে ৪টি খানা বসবাস করে । এক্ষেত্রে প্রথম খানাটির জন্য গৃহের সংখ্যা (০) ঘর পূরণ করুন । অনুরুপভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় খানাটির গৃহের সংখ্যার জন্যও (০) ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করুন এবং চতুর্থ খানাটির অর্থাৎ সর্ব শেষ খানাটির জন্য গৃহের সংখ্যা (৯) ঘর পূরণ করুন।

প্রশ্ন-৯ ঃ **খানার প্রধান গৃহের প্রকার** - সাধারনতঃ খানা প্রধান যে গৃহে বাস করেন সেটাকে খানার প্রধান গৃহ বলে। এ ক্ষেত্রে খানার উত্তর দাতাকে জিজ্ঞাসা করে প্রধান গৃহ কোনটি তা জেনে নিন । যদি সম্ভব না হয় তাহলে খানার সবচাইতে দামী বা মূল্যবান গৃহটিকে খানার প্রধান গৃহ হিসাবে গণ্য করুন । অতপরঃ উক্ত গৃহটিকে *সচক্ষে দেখে নিচের প্রযোজ্য একটি ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করুন* । খানার প্রধান গৃহ ঝুপড়ী হলে (১) ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করুন, কাঁচা হলে (২) ডিম্বাকৃতি ঘর, আধা-পাকা হলে (৩) ডিম্বাকৃতি ঘর এবং পাকা হলে (৪) ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করুন ।

প্রশ্ন -১০ ঃ **গৃহের মালিকানা** - উত্তরদাতাকে প্রশ্ন করুন "এই বাস গৃহটি খানার নিজস্ব কিনা ? " প্রশ্নটির উত্তর "হ্যাঁ" হলে নিজস্ব এর নীচে (১) ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করুন । উত্তর যদি "না" হয় তবে পুনরায় জিজ্ঞাসা করুন "আপনারা কি এ বাস গৃহের জন্য কোন ভাড়া পরিশোধ করেন ? উত্তর "হ্যাঁ" হলে ভাড়ার নীচে (২) ঘর পূরণ করুন এবং "না "হলে বিনা ভাড়ার নীচে (৩) ঘর পূরণ করুন ।

প্রশ্ন -১১ ঃ **খাবার পানির উৎস** - উত্তরদাতাকে প্রশ্ন করুন আপনাদের খাবার পানি কোথা থেকে সংগ্রহ করেন? উত্তর নল অথবা ট্যাপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ হলে (১) ডিম্বাকৃতি ঘর, টিউবওয়েল হলে (২) ,গভীর নলকূপ হলে (৩), পুকুর বা দিঘী হলে (৪) এবং অন্যান্য হলে (৫) ডিম্বাকতি ঘর পূরণ করুন ।

প্রশ্ন -১২ ঃ **পায়খানার সুবিধা** - উত্তরদাতাকে জিজ্ঞাসা করুন "আপনাদের সেনিটারী পায়খানা আছে কি? সেনিটারী পায়খানার অর্থ বুঝতে পারছে না মনে হলে বুঝিয়ে বলুন, "যে সমস্ত পায়খানার মলমূত্র মাটির গভীরে অথবা নর্দমার মাধ্যমে দূরে নিঃপতিত হয় এবং যা পরিবেশকে দুষিত করে না এবং মানুষ-পশু-পাখীর সংশ্রবে আসতে পারে না সেগুলোই সেনিটারী পায়খানা"। উত্তর "হ্যাঁ" হলে (১) ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করুন এবং 'না' হলে পুনরায় প্রশ্ন করুন আপনাদের অন্য কোন পায়খানা আছে কি? উত্তর "হ্যাঁ"হলে (২) ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করুন এবং 'না' হলে *অর্থাৎ কোন পায়খানা না থাকলে* (৩) *ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করুন* ।

প্রশ্ন -১৩ ঃ বিদ্যুৎ সংযোগ - বিদ্যুৎ সংযোগ চোখে দেখা গেলে অথবা এলাকাতে বিদ্যুৎ না থাকলে এ প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা না করে নিজেই পূরণ করুন। এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ থাকলে এবং চোখে দেখে বুঝতে না পারলে প্রশ্ন করুন "এ খানায় বিদ্যুৎ সংযোগ আছে কি ?" বিদ্যুৎ সংযোগ থাকলে (১) ডিম্বাকৃতি ঘর এবং না থাকলে (২) ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করুন।

প্রশ্ন -১৪ ঃ নিজস্ব কৃষি জমি - খানার সদস্যদের নিজস্ব কৃষি জমি আছে কিনা প্রশ্ন করুন - বসত বাড়ী ছাড়া আপনাদের খানার কোন সদস্যের নিজস্ব কৃষি জমি আছে কি ? নিজস্ব কৃষি জমি থাকলে (১) ডিম্বাকৃতি ঘর এবং "না থাকলে" (২) ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করুন। শুমারী রাতে হঠাৎ করে অস্থায়ীভাবে কোন আত্মীয় বা মেহমান আসলে এবং এই খানায় গণনার অন্তর্ভূক্ত হলে তার নিজস্ব জমিজমা এই খানায় লিপিবদ্ধ করবেন না।

প্রশ্ন -১৫ ঃ প্রতিবন্ধীর সংখ্যা - জন্মগতভাবে বা জন্মের পর বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিকলাঙ্গ থাকার কারণে বা মানষিকভাবে যারা স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে অক্ষম তাদেরকে প্রতিবন্ধী বলা হয়ে থাকে। এই খানার সদস্যদের মধ্যে কেহ "প্রতিবন্ধী" আছে কিনা জিজ্ঞাসা করুন। যদি থাকে তাহলে পুনরায় জিজ্ঞাসা করে জানুন প্রতিবন্ধী কি অন্ধ বা রাত কানা ? উওর হ্যাঁ হলে কয়জন তা জেনে নিয়ে ডান দিকে সঠিক সংখ্যার ঘর পূরণ করুন। এভাবে প্রতিবন্ধী মুক বা বধির হলে, ডানে তার সংখ্যা অনুযায়ী ঘর পূরণ করুন। অনুরুপভাবে কেহ মানষিক প্রতিবন্ধী থাকলে তার সংখ্যা অনুযায়ী ডান দিকের ঘর পূরণ করুন। যদি এ ছাড়া অন্য কিছু হয় তাহলে অন্যান্য এর ডানে তার সংখ্যা অনুযায়ী ঘর পূরণ করুন। প্রতিবন্ধী তিন জনের বেশি হলেও (৩) ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করুন। আর *যদি খানায় কোন প্রতিবন্ধী সদস্য না থাকে তবে এ প্রশ্ন খালি রেখে সরাসরি প্রশ্ন-১৬ তে চলে আসুন।*

প্রশ্ন- ১৬ ঃ খানার আয়ের প্রধান উৎস - খানার আয়ের প্রধান উৎস ১৫টি ভাগে বিভক্ত। খানার সকল সদস্যদের আয়ের একাধিক উৎসও থাকতে পারে। নিয়মিত আয়ের দিক বিবেচনা করে নিম্নবর্ণিত ১৫টি উৎসের মধ্যে যে উৎসটি হতে বাৎসরিক আয় সব চেয়ে বেশী হয়, সেই ঘরটি পূরণ করুন। উত্তরদাতাকে জিজ্ঞাসা করুন গত এক বৎসরের হিসেবে আপনাদের খানার বেশী আয়-উপার্জন কোন্ উৎস থেকে হয়েছে ? উত্তরদাতা একাধিক উৎসের কথা উল্লেখ করলে পুনরায় প্রশ্ন করুন, উল্লেখিত উৎসগুলোর মধ্যে কোনটি হতে সবচেয়ে বেশী আয় হয়েছে? উত্তরটির জন্য প্রযোজ্য একটি ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করুন।

(১) কৃষি/বন/পশু পালন ঃ নিজের জমি অথবা বর্গা জমি চাষ হতে খানার সর্বাধিক আয় হয় অথবা বন সম্পদ আহরন যথাঃ মধু,কাঠ,বাঁশ,বেত,গোলপাতা,মোম ইত্যাদি অথবা নার্সারী হতে খানার সর্বাধিক আয় হয় অথবা গবাদী পশু বা হাস-মুরগী পালন হতে খানার সর্বাধিক আয় উপার্জিত হলে।

(২) *জেলে/মৎস্য চাষ ঃ মাছ ধরা, মাছ বিক্রী হতে খানার সর্বাধিক আয় হয় অথবা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে* পোনা চাষ ও হ্যাচারী বা মৎস্য খামার হতে খানার সর্বাধিক আয় উপার্জিত হলে।

(৩) কৃষি মজুর ঃ কৃষি কাজে শ্রম বিক্রী করে বা মজুরী খেটে খানার সর্বাধিক আয় উপার্জিত হলে।

(৪) অকৃষি মজুর ঃ কৃষি কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজে শ্রম বিক্রি করে বা মজুরী খেটে খানার সর্বাধিক আয় উপার্জিত হলে।

(৫) তাঁতী ঃ নিজস্ব তাঁত বা তাঁত শিল্প হতে খানার সর্বাধিক আয় উপার্জিত হলে।

(৬) শিল্প/কারখানা ঃ কুটির শিল্প, মাঝারী ও ভারী শিল্প/কারখানা হতে খানার সর্বাধিক আয় উপার্জিত হলে।

(৭) ব্যবসা ঃ দোকান-পাট, ব্যবসা-বাণিজ্য,ইত্যাদি হতে খানার সর্বাধিক আয় উপার্জিত হলে।

(৮) ফেরিওয়ালা ঃ স্থায়ী দোকানপাট নাই, ফেরি করে দ্রব্য সামগ্রী বিক্রি হতে খানার সর্বাধিক আয় উপার্জিত হলে।

(৯) পরিবহন ঃ অযান্ত্রিক অথবা যান্ত্রিক পরিবহন যেমনঃ-রিক্সা, গরুর গাড়ী, নৌকা, ঠেলাগাড়ী, ভ্যান, বাস, ট্রাক, মিনিবাস, স্কুটার, লঞ্চ/ষ্টীমার, ট্রলার ইত্যাদি হতে খানার সর্বাধিক আয় উপার্জিত হলে।

(১০) নির্মাণ ঃ রাস্তা-ঘাট, বাড়ী-ঘর, পুল, কালভার্ট, শিল্প কারখানা ইত্যাদি নির্মান কাজ বা ঠিকাদারী কাজ হতে খানার সর্বাধিক আয় উপার্জিত হলে।

(১১) ধর্মীয় কাজ ঃ ধর্মীয় কাজ হতে খানার সর্বাধিক আয় উপার্জিত হলে ।

(১২) চাকুরী ঃ বিভিন্ন সরকারী, আধা-সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী হতে খানার সর্বাধিক আয় উপার্জিত হলে ।

(১৩) ভাড়া ঃ বাড়ী/দোকান/ফার্ম/কারখানা ইত্যাদির ভাড়া হতে খানার সর্বাধিক আয় উপার্জিত হলে ।

(১৪) রেমিট্যান্স ঃ বিদেশ হতে রেমিটেন্স (প্রাপ্ত টাকা পয়সা) এর মাধ্যমে খানার সর্বাধিক আয় উপার্জিত হলে ।

(১৫) অন্যান্য ঃ উপরে উল্লেখিত ১৪টি খাত ছাড়া অন্য কোন খাত হতে খানার সর্বাধিক আয় উপার্জিত হলে ।

আলোচনা ঃ আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে, এ নাগাদ আমরা গৃহ ও খানা সংক্রান্ত ১৬টি প্রশ্ন আলোচনা করেছি। গৃহসংক্রান্ত প্রশ্নের মধ্যে রয়েছে গৃহের সংখ্যা, খানার প্রধান গৃহের প্রকার এবং গৃহের মালিকানা । খানা সংক্রান্ত প্রশ্নের মধ্যে রয়েছে পূর্ববর্তী খানার অংশ, খানার ঠিকানা, ক্রমিক নং, বস্তি খানা, উপজাতি খানা, খানার প্রকার, খাবার পানির উৎস, পায়খানার সুবিধা, বিদ্যুৎ সংযোগ, নিজস্ব কৃষি জমি, খানায় প্রতিবন্ধীর সংখ্যা এবং খানার আয়ের প্রধান উৎস ।

এখানে খানা মডিউলের ভারবাটিম প্রশিক্ষন শেষ হল । পূর্বের মত কাউকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করুন-

(ক) ভাসমান লোক গণনার জন্য কোন কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন ?

(খ) খানার ক্রমিক নং ১০৩ হলে কোন লাইনের কোন ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করবেন ?

(গ) উপজাতীয় খানা হিসেবে কাদেরকে গুণতে হবে ?

(ঘ) বস্তি খানা হিসেবে কাদেরকে গুণতে হবে ?

(ঙ) ধরুন, একটি খানায় খানা প্রধান তাঁতের কাজ করে বাৎসরিক ৬,০০০ টাকা আয় করেন এবং মেজ ছেলে রিক্সা চালিয়ে একই সময়ের জন্য আয় করেন ৮,০০০ টাকা । এ খানার আয়ের প্রধান উৎস কি?

(চ) কোন খানা একটি বহুতল দালানে ৩টি কামরায় ভাড়া থাকেন । তার গৃহের সংখ্যা কিভাবে পূরণ করবেন ? (উত্তর বলে দিন) ।

(খ) ব্যক্তি মডিউল

প্রশ্ন -১৭ ঃ খানা সদস্যের নাম ও ক্রমিক নম্বর - শুমারী রাতে যারা এ খানায় রাত যাপন করেছেন তাদের সংক্ষিপ্ত মূল/ডাক নাম ইংরেজী বড় অক্ষরে লিখুন। প্রশ্ন ১৭ থেকে ২৮ পর্যন্ত ব্যক্তি সম্পর্কে প্রতি পাতায় ১০ জন লোকের তথ্য সংগ্রহ করা যাবে। ১ হতে ৯ পর্যন্ত প্রতি জনের জন্য একটি ক্রমিক নম্বর ছাপা আছে। ১০ জন হলে ০ এর বামে একটি ১ লিখুন। এভাবে ক্রমিক নম্বর দিন। প্রথমে খানা প্রধানের নাম, তারপর খানা প্রধানের স্ত্রী/স্বামীর নাম অতঃপর সন্তানদের নাম ছোট হতে বড় অতঃপর অন্যান্যদের নাম লিখুন। একাধিক স্ত্রী থাকলে প্রথমে বড় স্ত্রীর নাম ও তার সন্তানদের নাম লিখুন। অতঃপর ছোট স্ত্রীর নাম ও তার সন্তানদের নাম লিখুন। পরে অন্যান্য আত্মীয়, অনাত্মীয়দের নাম লিখুন।

খেয়াল রাখবেন কোন অবস্থাতেই কোন সদস্যের নাম যেন বাদ না পড়ে বা দু'বার গণনাভূক্ত না হয়। খানার সদস্য সংখ্যা ১০ জন হলে অর্থাৎ ক্রমিক নং ১০ হলে ০ এর বামে ১ লিখুন। ক্রমিক নং ১১ হলে পরবর্তী পাতায় ১ নং প্রশ্ন বরাবর ইহা পূর্ববর্তী খানার অংশ কি ? এর (হাঁ) ঘর পূরণ করুন। অতঃপর ক্রমিক নং ১ এর বামে আরও একটি ১ লিখুন। এভাবে ক্রমিক নং ১২ হলে ২ এর বামে ১ এবং ১৯ হলে ৯ এর বামে ১ লিখুন। সদস্যের সংখ্যা ২০ বা অধিক হলে সংখ্যার বামে ২ লিখুন।

প্রশ্ন -১৮ ঃ বয়স - এ ঘরে সঠিক বয়স পূর্ণ বছরে লিখতে বিশেষভাবে সজাগ হতে হবে।

(ক) বয়সের ডান পার্শ্বে বর্গাকৃতি ঘরে সঠিক বয়স পূর্ন বছরে লিখুন। অতঃপর সঠিক সংখ্যা অনুযায়ী ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করুন।

(খ) যদি কোন ব্যক্তির বয়স ৭ বৎসর হয় তবে উপরের লাইনে (০) ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করুন এবং নীচের সারির (৭) ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করুন।

(খ) বয়স এক বৎসরের বেশী কিন্তু দু'বৎসরের কম হলে ০১, এক বছরের কম হলে ০০ লিপিবদ্ধ করুন।

(ঘ) সঠিক বয়স যদি উত্তরদাতার জানা না থাকে তাহলে পরিশিষ্ট "ক" তে উল্লেখিত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মনে করিয়ে প্রশ্ন করুন। ঘটনাটির কত বছর আগে বা পরে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন ? কেউ কেউ হয়তো জন্ম তারিখ বাংলা মাসে বলতে পারেন। বাংলা মাসকে ইংরেজী মাসে রূপান্তর করার জন্য পরিশিষ্ট "খ" তে সংযোজিত দিনপঞ্জিটি ব্যবহার করুন। মনে রাখবেন কোন অবস্থাতেই বয়স আন্দাজ করে লেখা চলবে না। তাই সঠিক বয়স জানতে পেরেছেন কিনা তা নীচের তথ্য থেকে যাচাই করুন।

(i) মাতা ও সন্তানের বয়সের পার্থক্যঃ সাধারণতঃ ১৫ বছরের কম হবে না এবং পিতা ও সন্তানের বয়সের পার্থক্য ১৮ বছরের কম হবে না।

(ii) একই মায়ের পর পর দু সন্তানের বয়সের (জমজ ছাড়া) পার্থক্য এক বছরের কম হবে না। আসল বয়স সার্টিফিকেট অথবা অন্য কোন ডকুমেন্টে উল্লেখিত বয়স হতে ভিন্ন হলে আসল বয়সটি লিখুন।

(iii) বয়স ১০০ বৎসর বা তার অধিক হলে বয়সের ঘরে আসল বয়স লিখুন এবং ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করার সময় উপরের লাইনে (৯) এবং নীচের লাইনে (৯) ঘর পূরণ করুন। পরিশেষে খানার কোন সদস্যের সঠিক বয়স জানতে পারলে বয়সের ক্রমানুসারে বয়সের পার্থক্য যোগ-বিয়োগ করে অবশ্যই অন্যান্যদের বয়স যাচাই করে লিখুন।

এভাবে নাম, ক্রমিক নম্বর ও বয়স লেখা শেষ হলে খানা প্রধান ও অন্য সকল সদস্যের অন্যান্য তথ্য পর পর সংগ্রহ করুন।

প্রশ্ন -১৯ ঃ খানা প্রধানের সহিত সম্পর্ক -খানার সদস্যদের তালিকায় প্রথম নামটি যদি খানা প্রধানের হয় তবে তার জন্য খানা প্রধানের নীচে (১) ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করুন । খানার অন্যান্য সদস্যদের জন্য জিজ্ঞাসা করুন খানা প্রধানের সাথে---(ব্যক্তি) র সম্পর্ক কি ? সম্পর্ক যদি স্ত্রী বা স্বামী হয় তবে স্ত্রী/স্বামীর জন্য নির্ধারিত (২) ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করুন । উত্তর ছেলে বা মেয়ে হলে সন্তানের জন্য নির্ধারিত (৩) ডিম্বাকৃতি ঘর এবং অন্যান্য হলে (৪) ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করুন । খানা প্রধানের পিতা, মাতা, ভাই-বোন, চাচা, খালা, চাকর ইত্যাদি সকলের জন্য (৪) ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করুন ।

প্রশ্ন -২০ ঃ লিংগ - প্রশ্ন করুন -(ব্যক্তি) কি পুরুষ না মহিলা ? পুরুষ অথবা হিজরা হলে (১) এবং মহিলা হলে (২) ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করুন ।

প্রশ্ন -২১ ঃ বৈবাহিক অবস্থা - প্রশ্ন করুন .. .. .. (ব্যক্তি) কি অবিবাহিত ? বিবাহিত ? বিপত্নীক? সঠিক উওরের জন্য নির্ধারিত ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করুন । অবিবাহিত হলে (১), বিবাহিত হলে (২) এবং বিধবা/বিপত্নীক হলে (৩) ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করুন । তালাক প্রাপ্ত/বিচ্ছিন্ন হলে (৪) ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করুন।

প্রশ্ন -২২ ঃ ধর্ম - প্রশ্ন করে ধর্ম জেনে প্রযোজ্য ঘর পূরণ করুন । ধর্ম "ইসলাম" হলে (১) "হিন্দু" হলে (২) "খ্রীষ্টান" হলে (৩) ,এবং"বৌদ্ধ" হলে (৪) ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করুন । ধর্ম যদি অন্য কিছু হয় অর্থাৎ উল্লেখিত (৪) কোডের মধ্যে না হয় তাহলে অন্যান্য (৫) ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করুন ।

<u>পরবর্তী ২৩ হতে ২৮ নং প্রশ্ন কেবল মাত্র ৫ বা ততোধিক বৎসর বয়স্ক লোকের জন্য প্রযোজ্য।</u>

প্রশ্ন - ২৩ ঃ সর্বোচ্চ শ্রেণী পাশ - যে শ্রেণী পাশ করেছেন সেই অনুযায়ী ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করুন । পাশকৃত সর্বোচ্চ শ্রেণীর নাম পঞ্চম হলে (৫) ডিম্বাকৃতি ঘর, এস,এস,সি হলে পাশের কোড অনুযায়ী (১০) ডিম্বাকৃতি ঘর, অষ্টম শ্রেণী হলে (৮) ডিম্বাকৃতি ঘর, কামেল হলে (১৬) ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করুন । সব সময় সর্বোচ্চ শ্রেণী পাশ করতে সরকারী নিয়মানুসারে যত বৎসর প্রয়োজন সে সংখ্যা চিহ্নিত ঘর পূরণ করবেন । হিন্দু ও বৌদ্ধ কলেজের ডিগ্রীধারীদের জন্যও একই নিয়ম অনুসরণ করবেন । কোন শ্রেণী পাশ করে নাই তার জন্য (০) ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করুন ।

প্রশ্ন -২৪ ঃ। শিক্ষার ক্ষেত্র - প্রাপ্ত ডিগ্রীর বিষয়ের বিচেনায় শিক্ষার ক্ষেত্র তিনটা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে ।

(১) সাধারণ -স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় হতে সাধারন বিষয়ে ডিগ্রীপ্রাপ্ত হলে প্রথম হতে নবম শ্রেণী/এস, এস, সি/ এইচ, এস, সি/বি, এ/বি, এস, সি/বি, কম/বি, এস, এস/এম, এ/এম,এস,সি/ এম, কম/এম, এস, এস ইত্যাদির জন্য (১) ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করুন ।

(২) টেকনিক্যাল/ভোকেশনাল -ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, কৃষিবিদ ও ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমাধারী বা কম্পিউটারে ডিপ্লোমা ধারী, ভোকেশনাল ইনিষ্টিটিউট বা কারিগরী বিদ্যালয় হতে সনদ প্রাপ্ত । তা ছাড়া *যারা এ সব বিদ্যালয় হতে ট্রেড কোর্স পাশ করেছে তাঁরও এই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত* হবেন । তাঁদের জন্য (২) ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করুন ।

(৩) ধর্মীয় -ধর্মীয় শিক্ষায় যারা শিক্ষিত যেমন - আলেম,ফাজেল,কামেল, টাইটেল ও অন্যান্য ধর্মে শিক্ষিত যেমন-পন্ডিত, পাদ্রী, আচার্য্য ইত্যাদি, তাঁদের জন্য (৩) ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করুন।

প্রশ্ন -২৫ ঃ ছাত্র কি ? এখনে ৫ বৎসর হতে ২৯ বৎসর বয়স্ক সকলকে জিজ্ঞেস করুন আপনি কি ছাত্র ? অর্থাৎ আপনি কি বর্তমানে স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন ? যদি হ্যাঁ হয় তবে (১) ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করুন । আর ছাত্র না হলে কোন ঘর পূরণ করতে হবে না ।

প্রশ্ন -২৬ ঃ চিঠি লিখতে পারেন কি ? প্রশ্ন করুন করুন ".. .. .. (ব্যক্তি) কি চিঠি লিখতে পারেন?" উত্তর "হ্যাঁ" হলে (১) ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করুন এবং "না" হলে (২) ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করুন ।

প্রশ্ন -২৭ ঃ **প্রধান কাজের ক্ষেত্র** - কারো কারো একাধিক কাজও থাকতে পারে । এ ক্ষেত্রে উত্তরদাতা যেটাকে প্রধান কাজ মনে করেন সেটাই গ্রহন করুন । তথ্য সংগ্রহের সুবিধার্থে গত সপ্তাহের অধিকাংশ সময় নিয়োজিত থাকার ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে ঃ

(১) কাজ করেন না - যারা কাজের উপযুক্ত হয়নি অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বয়স্ক, বৃদ্ধ, ছাত্র, অক্ষম এবং অনিচ্ছুক ।

(২) কাজ খুঁজিতেছেন - যারা বর্তমানে কাজ করেন না কিন্তু কাজ খুঁজছেন ।

(৩) গৃহকর্ম - যারা বাড়ীতে সংসারের কাজ-কর্ম ও ছেলে-মেয়ে দেখা শুনা করেন ।

(৪) কৃষি - কৃষি, বন, হাঁস-মুরগী, পশুপালন, মৌমাছি, রেশমগুটিপোকা, নার্সারী, এবং মৎস্য চাষের কাজে জড়িত ।

(৫) শিল্প - শিল্প ও কারখানায় কাজে জড়িত ।

(৬) পানি/বিদ্যুৎ/গ্যাস - পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস ইত্যাদি কাজে জড়িত ।

(৭) নির্মাণ - রাস্তা-ঘাট, বাড়ী-ঘর, পুল,কালভার্ট, কলকারখানা ইত্যাদি নির্মাণ কাজে জড়িত ।

(৮) যানবাহন/যোগাযোগ-যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক যানবাহন এবং যোগাযোগ ও পরিবহন কাজে জড়িত। যেমন - বাস, ট্রাক, লঞ্চ, নৌকা, রিকসা, বিমান ইত্যাদি কাজে জড়িত।

(৯) হোটেল/রেস্তোরা - হোটেল বা রেস্তোরায় কাজে নিয়োজিত বা জড়িত ।

(১০) ব্যবসা - খুচরা বা পাইকারী যে কোন ব্যবসা-বানিজ্যে জড়িত ।

(১১) সেবা - নাপিত, ধোপা, উকিল,. ডাক্তার (স্বনিয়োজিত),গৃহ শিক্ষক ইত্যাদি ক্ষেত্রে সেবা প্রদান কাজে জড়িত । তাছাড়া কমিশন এজেনটও এর আওতাভূক্ত হবে ।

(১২) অন্যান্য - উল্লেখিত ১ হতে ১১ পর্যন্ত শ্রেণী ভাগ ছাড়া বাকি অন্যান্য কাজে জড়িত।

প্রশ্ন-২৮ ঃ **কাজের মর্যাদা** - ২৭নং প্রশ্নের জবাবে ① ও ② কোডের ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন প্রযোজ্য নয় । অর্থনৈতিক ভাবে সক্রিয় লোকদেরকে কাজের আধিক্যের বিবেচনায় নিম্নের প্রযোজ্য ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করুন ঃ-

① নিয়োগকর্তা ঃ যিনি গত সপ্তাহে নিয়োগকর্তা হিসাবে কাজ করেছেন ।

② পারিবারিক সাহায্যকারী ঃ যিনি বিনা বেতনে পারিবারিক কাজে সাহায্য করেন ।

③ অন্যান্য স্বনিয়োজিত ঃ যিনি কারো দ্বারা নিয়োজিত নহেন,নিজেই স্বাধীনভাবে কর্মে নিয়োজিত।

④ দিন মজুর ঃ যিনি দৈনিক পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করেন ।

⑤ গৃহ ভৃত্য ঃ যিনি অন্যের গৃহে বা বাড়ীতে ভৃত্যের/দারোয়ানের কাজ (বেতনের বিনিময়ে) করে থাকেন ।

⑥ অন্যান্য ঃ উপরোক্ত ১ হতে ৫ পর্যন্ত শ্রেণী ভাগ ছাড়া অন্যান্য সকল কাজের মর্যাদা অন্যান্য হবে ।

এখানেই আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি সমাপ্ত হল । এখন এ অধ্যায়ের উপর আপনাদের কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব .. .. .. (কাউকে নির্দেশ করে) আপনি বলুন ঃ

(ক) সন্তানের বয়স ৪০ হলে মায়ের বয়স ৫০ হতে পারে কি ?
(খ) কারো বয়স আগামীকাল ৪০ বৎসর পূর্ণ হলে তার বয়সের ঘরে কত লিখবেন?
(গ) যিনি বি,এ, ক্লাশে পড়েন তাঁর সর্বোচ্চ শ্রেণী পাশ এর জন্য কোন ঘর পূরণ করতে হবে?
(ঘ) কারো একাধিক কাজ হতে আয় হলে কোনটাকে প্রধান হিসেবে ধরবেন ?
(ঙ) পরিবারের কোন সন্তান বিদেশে কর্মরত রয়েছেন । তাঁকে কোথায় গণনা করবেন ?
(প্রয়োজনীয় উত্তর বলে দিন)

চতুর্থ অধ্যায়

টালিশিট পূরণ পদ্ধতি

প্রথম ধাপ ঃ শুমারী বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠার টালি শীটটি দেখুন। টালি শীটের চারটা অংশ ঃ-

উপরের অংশে গণনা এলাকার পরিচিতি । এতে জেলার নাম বরাবর খালি জায়গায় জেলার নাম লিখুন এবং জিও কোড নং এর জায়গায় শুমারী প্যাকেটের প্রথম পৃষ্ঠা হতে জিও কোড লিখুন এবং এই কোড অনুযায়ী দশকের জন্য উপরের এবং এককের জন্য নীচের ঘর পূরণ করুন । একইভাবে থানার নাম, জিও-কোড লিখুন এবং সংশ্লিষ্ট ঘর পূরণ করুন । পরের লাইনে পল্লী এলাকার জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের নাম ও পৌর এলাকার জন্য ওয়ার্ডের নম্বর লিখুন এবং শুমারী প্যাকেট হতে জিও কোড লিখুন ও প্রযোজ্য সংখ্যার ঘর পূরণ করুন । একইভাবে পরের লাইনে পল্লী এলাকার জন্য মৌজার নাম এবং পৌর এলাকার জন্য মহল্লার নাম এবং প্যাকেট হতে জিও কোড লিখুন ও প্রযোজ্য সংখ্যার ঘর পূরণ করুন । পরের লাইনে শুধু পল্লী এলাকার জন্য গ্রামের নাম ও কোড লিখুন। পরিশেষে পল্লী এলাকার জন্য (১) ডিম্বাকৃতি ঘর, পৌর এলাকার জন্য (২) ডিম্বাকৃতি ঘর, অন্যান্য শহর এলাকার জন্য (৩) ডিম্বাকৃতি ঘর এবং এস এম এ এলাকার জন্য (৪) ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করুন ।

মধ্যের অংশে অর্থাৎ গণনা এলাকা ভিত্তিক খানার হিসাব অংশে মোট খানার সংখ্যা লিখতে হবে । এ জন্য মোট খানার সংখ্যা বরাবর আপনার গণনা এলাকার শেষ খানার নম্বরটি লিখুন । অর্থাৎ শেষ খানার নম্বর ১১২ হলে [১][১][২] লিখুন এবং সঠিক সংখ্যার ঘর পূরণ করুন । অতঃপর প্রশ্নপত্রের ৭নং প্রশ্নের (১) ডিম্বাকৃতি ঘরে সাধারণ খানা হিসেবে চিহ্নিত খানার সংখ্যা গুণে সাধারন খানার সংখ্যা বরাবর মোট সাধারন খানার সংখ্যা তিন অংকে লিপিবদ্ধ করুন ও সঠিক সংখ্যায় মার্কা দিন । একইভাবে ৭নং প্রশ্নের (২) ডিম্বাকৃতি ঘরে "প্রাতিষ্ঠানিক" খানা হিসেবে চিহ্নিত এবং (৩) ডিম্বাকৃতি ঘরে অন্যান্য খানা হিসেবে চিহ্নিত খানার সংখ্যা গুণে প্রাতিষ্ঠানিক ও অন্যান্য খানার সংখ্যা লিখুন ও সঠিক সংখ্যার ঘর পূরণ করুন । অর্থাৎ মোট খানার সংখ্যা থেকে সাধারন খানার সংখ্যা বিয়োগ করলেও এই সংখ্যাটি পাওয়া যাবে । এখন অপর অংশ অর্থাৎ গণনা এলাকা ভিত্তিক ভাসমান লোকসহ লোকসংখ্যার হিসাব অংশে গণনা বইয়ের প্রতিটি পাতায় ১৭ নং প্রশ্নে লিপিবদ্ধকৃত খানার সদস্য সংখ্যা যোগ করে মোট লোক সংখ্যা বরাবর তিন অংকে লিখুন এবং সঠিক সংখ্যার ঘর পূরণ করুন অতঃপর গণনা বইয়ের প্রত্যেকটা পাতার ২০নং প্রশ্নের লিংগের বিপরীতে (১) চিহ্নিত ঘর যোগ করে পুরুষের সংখ্যা এবং (২) চিহ্নিত ঘর যোগ করে মহিলার সংখ্যা যথাক্রমে পুরুষের সংখ্যা এবং মহিলার সংখ্যা বরাবর লিখুন এবং সঠিক সংখ্যার ঘর পূরণ করুন । পরবর্তীতে পুরুষ ও মহিলা যোগ করে মোট লোক সংখ্যা সঠিক হয় কিনা তা মিলিয়ে দেখুন ।

এখন নীচের অংশে গণনাকারীগণ গণনাকারীর নামও স্বাক্ষর বরাবর নাম লিখুন এবং স্বাক্ষর করুন অতঃপর হস্তান্তরের তারিখ বরাবর সুপারভাইজারের কাছে শুমারী বই জমা দেওয়ার তারিখ লিখুন । সুপারভাইজারগন সুপারভাইজারের নাম ও স্বাক্ষর বরাবর নিজ নাম লিখুন এবং স্বাক্ষর করুন । অতঃপর জোনাল আফিসারের কাছে শুমারী বই গুলি জমা দেওয়ার তারিখ হস্তান্তরের তারিখ বরাবর লিখুন এবং জোনাল আফিসারের নিকট জমা দিন ।

জোনাল অফিসারগন নিজ নিজ জোনের সকল গণনাকারীর বই সুপারভাইজারের নিকট থেকে সংগ্রহ করে জোনাল অফিসারের নাম ও স্বাক্ষর বরাবর নিজ নাম লিখুন ও স্বাক্ষর করুন এবং উপজেলা সমন্বয়কারীর নিকট জমা দেওয়ার তারিখ হস্তান্তরের তারিখ বরাবর লিখুন ।

ডান দিকে শুমারী অফিসে ইনভেন্টরীর তারিখ,এডিটিং তারিখ এবং তথ্য ধারণের তারিখ এখানে কিছু লিখবেন না ।

প্রত্যেকটি শুমারী বইয়ের দুইটি টালিশীট আছে । প্রথম শীটটি পূরণ করার পর টালিশীটের দ্বিতীয়টিতে অবিকল নকল করুন ।

আমার পক্ষ থেকে ক্লাশে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হল । কোন সন্দেহ থাকলে নিঃসংকোচে প্রশ্ন করুন। (সকল প্রশ্নের উত্তর সরল ও সহজবোধ্য স্থানীয় ভাষায় প্রদান করুন) ।

স্মরণীয় ঘটনা

১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ	১৯৩৯
২। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তি	১৯৪৫
৩। বাংলার দুর্ভিক্ষ	১৯৪৩-১৯৪৪
৪। ভারত বিভক্তি	১৪ই আগষ্ট, ১৯৪৭
৫। শহীদ দিবস /আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস	২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২
৬। যুক্ত ফ্রন্টের নির্বাচন	১৯৫৪
৭। আয়ুব খাঁন কর্তৃক সামরিক আইনজারী	অক্টোবর, ১৯৫৮
৮। পাকিস্তানের দ্বিতীয় আদমশুমারী	১২-৩১ জানুয়ারী, ১৯৬১
৯। প্রলয়ংকরী ঘুর্ণিঝড়	১২ই নভেম্বর, ১৯৭০
১০। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ	৭ই মার্চ, ১৯৭১
১১। পাক বাহিনী কর্তৃক গণহত্যা শুরু	২৫শে মার্চ, ১৯৭১
১২। বিজয় দিবস	১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১
১৩। স্বাধীনতা দিবস	২৬শে মার্চ, ১৯৭১
১৪। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন	১০ই জানুয়ারী, ১৯৭২
১৫। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচন	মার্চ ১৯৭৩
১৬। বাংলাদেশের প্রথম আদমশুমারী	১০-২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪
১৭। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদৎ দিবস	১৫ই আগষ্ট, ১৯৭৫
১৮। বাংলাদেশের দ্বিতীয় আদমশুমারী	৬-৮ মার্চ, ১৯৮১
১৯। বাংলাদেশের তৃতীয় আদমশুমারী	১২-১৫ মার্চ, ১৯৯১
২০। প্রেসিডেন্ট জিয়ার মৃত্যু দিবস	৩০শে মে, ১৯৮১
২১। প্রথম প্রলয়ংকারী বন্যা	সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮
২২। দ্বিতীয় প্রলয়ংকারী বন্যা	আগষ্ট - সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮

বাংলা মাস হ'তে ইংরেজী মাসে রূপান্তর

বাংলা মাস	ইংরেজী মাস ও তারিখ				
বৈশাখ	এপ্রিল	(১৫-৩০)	--	মে	(১-১৫)
জ্যৈষ্ঠ	মে	(১৬-৩১)	--	জুন	(১-১৫)
আষাঢ়	জুন	(১৬-৩০)	--	জুলাই	(১-১৬)
শ্রাবন	জুলাই	(১৭-৩১)	--	আগষ্ট	(১-১৬)
ভাদ্র	আগষ্ট	(১৭-৩১)	--	সেপ্টেম্বর	(১-১৬)
আশ্বিন	সেপ্টেম্বর	(১৭-৩০)	--	অক্টোবর	(১-১৬)
কার্তিক	অক্টোবর	(১৭-৩১)	--	নভেম্বর	(১-১৫)
অগ্রহায়ণ	নভেম্বর	(১৬-৩০)	--	ডিসেম্বর	(১-১৫)
পৌষ	ডিসেম্বর	(১৬-৩১)	--	জানুয়ারী	(১-১৪)
মাঘ	জানুয়ারী	(১৫-৩১)	--	ফেব্রুয়ারী	(১-১৩)
ফাল্গুন	ফেব্রুয়ারী	(১৪-২৮)	--	মার্চ	(১-১৫)
চৈত্র	মার্চ	(১৬-৩১)	--	এপ্রিল	(১-১৪)

ইংরেজী মাস হ'তে বাংলা মাসে রূপান্তর

ইংরেজী মাস	বাংলা মাস ও তারিখ				
জানুয়ারী	পৌষ	(১৭-৩০)	--	মাঘ	(১-১৭)
ফেব্রুয়ারী	মাঘ	(১৮-৩০)	--	ফাল্গুন	(১-১৫)
মার্চ	ফাল্গুন	(১৬-৩০)	--	চৈত্র	(১-১৬)
এপ্রিল	চৈত্র	(১৭-৩০)	--	বৈশাখ	(১-১৬)
মে	বৈশাখ	(১৭-৩১)	--	জ্যৈষ্ঠ	(১-১৬)
জুন	জ্যৈষ্ঠ	(১৭-৩১)	--	আষাঢ়	(১-১৫)
জুলাই	আষাঢ়	(১৬-৩১)	--	শ্রাবন	(১-১৫)
আগষ্ট	শ্রাবন	(১৬-৩১)	--	ভাদ্র	(১-১৫)
সেপ্টেম্বর	ভাদ্র	(১৬-৩১)	--	আশ্বিন	(১-১৪)
অক্টোবর	আশ্বিন	(১৫-৩১)	--	কার্তিক	(১-১৫)
নভেম্বর	কার্তিক	(১৬-৩০)	--	অগ্রহায়ণ	(১-১৫)
ডিসেম্বর	অগ্রহায়ণ	(১৬-৩০)	--	পৌষ	(১-১৬)